দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

পলিটেকনিকের সমস্যা ও বিক্ষোভের কারণ তদন্তে দুটি কমিটি

উস্কানিদাতাদের কঠোর শাস্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন স্থানে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ঘটনায় এসব প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশ দিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করেছে সরকার। এছাড়া বিক্ষোভের কারণ তদন্তে আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। পূর্ত সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেনকে প্রধান করে গঠিত কমিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-গুলোর বিরাজমান

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

পলিটেকনিকের সমস্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমস্যা চিহ্নিত করে এক মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দেবে।

গত ২৪ মে থেকে দেশের পলিটেকনিকগুলোতে সংঘটিত ঘটনা সমূহ পর্যালোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা থেকে আরো জানানো হয়েছে, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা পরিবর্তন করা হয়নি এবং পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনাও সরকারের নেই। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী ও উস্কানীদাতাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউসমূহে বিরাজমান শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিরাজমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য গত শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. ইকবাল খান চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম, ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কারিগরি) হোসনে আরা বেগম। উচ্চ কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

শিক্ষা সচিব জানান, কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাপতি এ কে এম এ হামিদ বলেন, পদাবনতি ঘটানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। বরং বর্তমান সরকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় পৃষ্ঠায়ন ও পনপূর্ত সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম গোলাম ফারুক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. ইকবাল খান চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান, রাজউক-এর চেয়ারম্যান মো. নুরুল হুদা, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর সভাপতি এ কে এম এ হামিদ, সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমান, সদস্য মো. শহীদুল ইসলাম, সদস্য মো. রবির হোসেন, সদস্য শেখ নবীর আলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. কবির আহমদ ভূঞা, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মো. আহসানুল হক খান, কারিগরি অধিদপ্তরের পরিচালক (ভোক) ড. খান রিজাউল করিম, কারিগরি অধিদপ্তরের পরিচালক আ. ন.-ম সালাহউদ্দিন খান, কারিগরি অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আদমজীর হোসেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর পরিচালক মো. আব্দুর রেজ্জাক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।